বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে যাওয়া যুবককে হামলার অভিযোগ

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে যাওয়ার জের ধরে লোমান
(২৩) নামের এক যুবককে রেঞ্চ দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে রক্তাক্ত জখমের অভিযোগ উঠেছে। লোমান মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামের হঠাৎপাড়ার মালয়েশিয়া প্রবাসী মহিবুল ইসলামের ছেলে।

গতকাল বুধবার সকালে কলাইডাঙ্গা গ্রামের বেলে পাড়ার আতাহারের দোকানের সামনে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা বলেন, গত ৪ তারিখ সারাদেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর শহরেও ছাত্ররা এই বিক্ষোভ পালন করে। এই ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে অংশ গ্রহণ করে লোমান। এরই জের ধরে ঐদিন সন্ধ্যায় ছাত্র লীগের বাহিনী হামলা চালিয়ে লোমানের বাড়ীর গেট ভাংচুর করে। তারপর থেকে লোমান প্রাণভয়ে আত্নগোপনে থাকে।

চারদিন আগে লোমান তার নানা বাড়ী কলাইডাঙ্গার মাঝপাড়ার আক্কাস আলীর বাড়ীতে এসে অবস্থান করে। ঘটনার দিন সকালে লোমান আতাহারের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন কলাইডাঙ্গা মাঝপাড়ার আমবার আলী ও তার ছেলে সবুজ মাঠে যাচ্ছিল। এসময় সবুজ ও লোমানের মধ্যে ভাংচুরের বিষয় নিয়ে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে সবুজের হাতে থাকা রেঞ্চ দিয়ে লোমানের মাথায় এলোপাতাড়ি আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। তখন প্রতিবেশীরা সবুজকে ধরে ঘরে আটকে রাখে। এ সময় সবুজ তাকে মেরে ফেলারও হুমকি দেয় বলে জানান তিনি।

পরে লোমানকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়, তাতে তার মাথায় ষোল টা সেলাই হয়। লোমানের নানা আক্কাস আলী বলেন, লোমানকে মারার একটাই উদ্দেশ্য- সে ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে গিয়েছিলো এটাই ওর অপরাধ। এজন্যই ওরা আমার মেয়ের বাড়ীঘর ভাংচুরও করেছে। ঘাতক সবুজকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসী।

আজ বৃহস্পতিবার ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে আদালতে মামলা করা হবে বলে জানা যায়।

কোটচাঁদপুরে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে ১১ দিনেও মামলা নথিভুক্ত হয়নি

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় এজাহার করার ১১ দিন পার হয়ে গেলে ও মামলা নথিভুক্ত হয়নি আজও। এদিকে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছেন মাটি ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে জনমনে এখন প্রশ্ন কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশের হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়ীরা মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

বিষয়টি নিয়ে তাদের বেশ কয়েক বার সর্তক করার পরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল। এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়েছে। এজাহারে আসামি করা হয়েছে তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ, মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

তিনি বলেন,থানায় এজাহার করার ১০ দিন পার হয়ে গেলেও আজও নথিভুক্ত হয়নি এজাহার দুইটি। তবে এজাহারটি কেন নথিভুক্ত হয়নি সেটা আমার জানা নাই।

তিনি আরো বলেন, আমি থানায় এজাহার দিয়ে তাঁর রিসিভ কপি নিয়ে এসেছি। এজাহার করার পরও মাটি কেটে বিক্রি করছেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমার মনে হয় থানার সঙ্গে তাদের কোন চুক্তি আছে। তা না হলে তারা মাটি কাটার সাহস কোথা থেকে পান প্রশ্ন ওই কর্তার মনেও।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যেও একই প্রশ্ন দেখা

দিয়েছেন। তারা জানতে চান কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,মাসের শেষের দিকে মামলা নথিভুক্ত করলে একটু চাপ পড়ে যায় আমাদের। কারন নতুন যতগুলো মামলা নথিভুক্ত করা হবে, ততোগুলো মামলা শেষ করতে হয়। এ কারনে মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি। আগামী মাসের ১ তারিখে এ মামলাটি নথিভূক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

মেহেরপুরে ব্যবসায়ীক দ্বন্দ্বে পুকুর থেকে মাছ চুরির অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামে ব্যবসায়ীক দ্বন্দ্বের কারণে একটি পুকুর থেকে দিনদুপুরে পুকুরের পাহাদারকে তারিয়ে দিয়ে প্রায় ১৫ লাখ টাকার মাছ চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বত্তরা। গত বুধবার (২৪ জুলাই) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণ ও পুকুরের মালিকরা জানান, মেহেরপুর পৌর শহরের মাঠ পাড়ার মোঃ মসলেম আলীর ছেলে মোঃ রাকিবুল ইসলাম ও মোঃ হজরত আলীর ছেলে মোঃ দেলোয়ার হোসেন লিজ নিয়ে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের একটি ১০ বিঘা পুকুররে মাছ চাষ করছিলেন।

সেই থেকেই মোঃ রাকিবুল ইসলাম মাছ চাষ করে আসছেন আর মোঃ দেলোয়ার হোসেন দেখাশোনার কাজ করতেন।

গত বুধবার (২৪ জুলাই) দিনেদুপুরে মোঃ দেলোয়ার হোসেন ৫-৬ জন দুর্বৃত্ত নিয়ে সেই পুকুরে পাহাদারকে ভয় দেখিয়ে তারিয়ে দিয়ে জাল দিয়ে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার, পাঙ্গাসসহ বিভিন্ন জাতের মাছ চুরি করে নিয়ে যায়।

চুরির পর অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর সাথে দেখা করতে এসে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদাও দাবি করে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমরা দুজনে মিলে পুকুরটি লিজ গ্রহণ করছিলাম। দীর্ঘ ৬ বছর আমরা মাছ চাষ করে আসছি। হঠাৎ রাকিবুল ওই পুকুরের উপর হাঁস চাষ শুরু করে আমাকে বাদ দিয়ে। এইসময় রাকিবুল ইসলাম বলেন পুকুর আমি একা একা চাষ করবো। তখন আমি বলি তাহলে আমার পাওয়া টাকা দিয়ে দেন। রাকিবুল দিতে অস্বীকার করে যার জন্য আমি থানায় জিডি ও কোটে মালমা করেছি।

এই বিষয়ে সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়া বলেন, অভিযোগ এখনো পাওয়া যায় নি। অভিযোগ আসলে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত পদক্ষেপ দেওয়া হবে।

তথ্য না দিয়ে সাংবাদিককে হয়রানি অভিযোগ গাংনীর ইউএনওর বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার নিকট তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে এখন আতংকের মধ্যে রয়েছেন আবেদনকারী সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ। ইউএনও প্রীতম সাহা এখন সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদের বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি করেছেন এবং নানাভাবে সায়েস্তার পাশাপাশি হয়রানি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঘটনায় সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের দফতরে আবেদন করেছেন। বিষয়টি তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিভাগীয় কমিশনার বরাবর লেখা আবেদনে সাংবাংদিক ফয়েজ আহমেদ বলেন, গত ১৩ মার্চ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ০৮ ধারা অনুযায়ী গাংনী উপজেলা প্রশাসনের কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে আমি আবেদন করেছিলাম। সে আবেদনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য দেননি উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। তথ্য না পেয়ে বিধি অনুযায়ী আমি গত ১৫ মে তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল করি।

যাচ্ছেন ইউএনও প্রীতম সাহা।

এদিকে এ বিষয়ে মতামত জানতে গতকাল সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় থেকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ভেটেরিনারি সার্জন ছাকিবুলের অনিয়মই যেন নিয়ম!

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রাণি সম্পদ অফিসের ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতির নানা অভিযোগ উঠেছে।

এক্সপোজার ভিজিটের টাকা আত্মসাৎ, সরকারি ডরমেটরি কর্মচারির নামে বরাদ্দ নিয়ে নিজে বসবাস, জরুরী সেবায় ব্যবহৃত এমভিসি গাড়িটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা প্রদান করে খামারীদের কাছ থেকে অর্থ নেয়া, নিজে চিকিৎসা না দিয়ে বহিরাগতদের দিয়ে প্রতিদিন হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদানসহ সীমাহিন অনিয়ম ও দুর্ব্যবহারে ভুক্তভোগীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ডা. সৈয়দ ছাকিবুল ইসলাম ২০২১ সালে ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসে যোগদান করেন । বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্বে আছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণি সম্পদ দফতর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এক্সপোজার ভিজিট বাবদ বরাদ্দ এসেছে ১১ লাখ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা। এক্সপোজার ভিজিট বলতে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এক দল খামারিকে তাদের এলাকা থেকে অন্য এলাকার একটি খামার পরিদর্শনকে বোঝায়। অন্য এলাকার খামারিরা যেসব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন বা উন্নয়ন সাধন করেছেন বা গবেষণা কেন্দ্রে বা খামারে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে সেসব কার্যক্রম ভিজিটের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার খামারিদের প্রদর্শন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়

করানো হয়। এ বিষয়ে ব্যয় বাবদ অংশগ্রহণকারীদের ভাতা, এলএসপি ভাতা, ভিএস/ইউএলওদের সম্মানি, পরিবহন খরচ এবং খাবার বাবদ খরচ হয়ে থাকে। ৬৩০ জনের উপর এই ব্যয় হবার কথা এবং দায়িত্বরত অফিসার ১টি ভিজিটের জন্য সম্মানি হিসেবে ১ হাজার টাকা করে পাবেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই প্রকল্পে মোট ৫টি এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছর ৬ জুলাই ১ম ভিজিটে চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালায় হাস খামারে ব্যয় হয়েছে ১০০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৬২ টাকা। ২ জুলাই ২য় ভিজিটে চুয়াডাঙ্গার কোষাঘাটা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ছাগল খামারে ব্যয় হয়েছে ১৪০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৪২ হাজার ৮৪৫ টাকা। ৪ জুলাই ৩য় ভিজিটে দামুড়হুদা পোড়াপাড়ার রাজা এগ্রো ফার্মে ব্যয় হয়েছে ১১০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ১২ হাজার ৩৮০ টাকা। ৮ জুলাই ৪র্থ ভিজিটে বারাদি, আলমডাঙ্গার বারাদিতে তাহাজুদ্দিন এগ্রোতে ব্যয় হয়েছে ১২০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ২৩ হাজার ৪৩০ টাকা। ১০ জুলাই ৫ম ভিজিটে কুষ্টিয়ার মিরপুরে দিশা এগ্রো ফার্মে ব্যয় হয়েছে ১৬০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৬২হ হাজার ৯৬০ টাকা। ৫টি ভিজিটে ব্যয় ৬ লাখ ৪১ হাজার ৬৪৭ টাকা। অবশিষ্ট ৪ লাখ ৯৭ হাজার ৫৫৩ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, তিনি গত ১৩ জুন মেহেরপুর সোনালি ব্যাংক থেকে বরাদ্দের ১১ লাখ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা একসাথে উত্তোলন করেন।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, পশু-পাখির জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ক্লিনিকের জন্য এমভিসি নামক একটি ডাবল কেবিন পিকআপ আছে। দ্রুততম সময়ে খামারিদের দোরগোড়ায় জরুরী চিকিৎসাসেবা পৌছানোর জন্য এই গাড়িটি ব্যবহার হয়ে থাকে। খামারিরা বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পাওয়ার কথা। এর জন্য গাড়িটির একটি হটলাইন নাম্বার ১৬৩৫৮ রয়েছে। এখানে ফোন করে তাৎক্ষণিক সেবা পাওয়া সম্ভব। ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম এই গাড়ি ব্যবহার করে খামারিদের সেবা দিচ্ছেন, বিনিময়ে অর্থ নিচ্ছেন নিয়মিত।

মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামের খামারি সাইফুল ইসলামের কাছে থেকে সেবা দিয়ে টাকা দাবি করেছেন ২২০০ টাকা। খামারি তাকে দিয়েছেন ২০০০ টাকা। একইভাবে শুভরাজপুরের সিরাজের ছেলে খামারি মনিরুল দিয়েছেন ৩৫০০ টাকা। একই গ্রামের ঝন্টু মিয়ার ছেলে খামারি তাহেরের কাছ থেকে ৪০০০ টাকা, একই গ্রামের সিরাজের ছেলে খামারি আমিরুলের কাছ থেকে ২ কিস্তিতে ৩০০০ টাকা, হরিরামপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে খামারি শুভ’র কাছ থেকে ২ মাস আগে ৫ হাজার টাকাসহ আরো অনেকের কাছ থেকে চিকিৎসা বাবদ টাকা নিয়েছেন।

জানা গেছে, প্রাণি সম্পদ সদর অফিসের ২য় তলায় ডরমেটরি আছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিরা বেতনের বাড়ি ভাড়া অংশের ২৫ শতাংশ টাকার বিনিময়ে রুম ভাড়া নিতে পারেন। ভেটেরিনারি সার্জনের মূল বেতন বেশি হওয়ায় নিজের নামে ডরমেটরি ভাড়া না নিয়ে কর্মচারি নাজমুল হক (ভিএফএ) এর নামে ১টি রুম বরাদ্দ দেখিয়ে ২টি রুম ফ্যামিলি নিয়ে ব্যবহার করছেন। অফিস সহকারি আজহারুল ইসলাম বলেন, প্রতি মাসে নাজমুল হক (ভিএফএ) ১২০৪ টাকা ডরমেটরির ১টি রুমের ভাড়া বাবদ সোনালি ব্যাংক প্রধান শাখায় চালানের মাধ্যমে জমা দেন। সেখানে ২টি রুম নিয়ে পরিবারসহ বসবাস করছেন ডাঃ সার্জন ছাকিবুল ইসলাম।

সরেজমিনে দেখা যায়, কোনো প্রকার চিকিৎসা সম্পর্কিত ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও প্রাণি সম্পদ হাসপাতালের আউটডোরে প্রেসক্রিপশন লিখছেন, বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করছেন এবং রেজিস্টার খাতা লিখছেন। রোগীর মালিকের নাম, রোগের বিবরণ এবং চিকিৎসা রেজিস্টার খাতায় লিখতে হয়। সেই খাতাটিও বহিরাগতদের দিয়ে করানো হচ্ছে। যা ভেটেরনারি সার্জনের কাছে রেজিস্টার খাতা থাকার কথা। নাজমুল, জনি রাহা, মুফাক্ষেরসহ বহিরাগত আরো অনেকে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। সাংবাদিক দেখে অনেকেই দৌড়ে পালিয়ে যান। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা (ইউএলও) ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও নেমপ্লেটে ভারপ্রাপ্ত শব্দটি না লিখে প্রতারণা করছেন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম। এছাড়াও তার চেম্বারের পুরো টেবিলটিতে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানী থেকে দেওয়া ওষুধের নাম সম্বলিত সিল রাখা হয়েছে।

অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সবকিছু নিয়মের মধ্যে করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পের তথ্য চাওয়া হলে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করতে বলেন তিনি।

এ বিষয়ে জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ সরকার (অ.দা.) বলেন, সদর ভেটেরিনারি সার্জন ডা. ছাকিবুল ইসলামের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় দোকানীকে হাত-পা বেধে দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জমি কেন্দ্রিক পূর্বশত্রুতার জের ধরে গভীর রাতে দোকান ব্যবসায়ীর হাত-পা বেধে দোকান ঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

আজ রোববার দিবাগত রাত ২ টার দিকে পৌর এলাকার রেল ফোকট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দোকান ঘর মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন- গোবিন্দপুর নতুন বাস স্ট্যান্ড এলাকার মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে মুকুল হাজী (৫২), আবু বক্করের ছেলে ওসমান আলী (৩৮), মহি উদ্দীন (৫৫), মকবুল হোসেন (৫০) বন্ডবিল এলাকার মৃত আইনুদ্দিনের ছেলে কুদ্দুস আলী (৫০) সহ আরো তিন জনের নাম উল্লেখ করেছেন।

জানাগেছে, পৌর এলাকার স্টেশন পাড়ার মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল গত ১০ বছর আগে বাস রেল ফোকট সংলগ্নে ২০১০ সালে ১২ শতক জমি ক্রয় করেন। এ জমি ক্রয় করেন মৃত সদর উদ্দীন গং, রাবেয়া খাতুন ও মকবুল হোসেনের নিকট। ওই জমিতে দুটি পাঁকা দোকানও নির্মাণ করেছেন। এছাড়া একটি বাঁশ টিনে নির্মিত মোটরসাইকেল গ্যারেজ রয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, মানোয়ারুল প্রতিদিনের ন্যায় রোববার রাত ১০ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। আমার দোকানের মধ্যে পাশের দোকানদার লিটন রাতে অবস্থান করে। তার হাত-পা বেধে দোকান ভাঙচুর করে। এছাড়া দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী লিটন জানান, রাত আনুমানিক ৩ টার দিকে কয়েকজন এসে রামদা ও হাসুয়া ধরে আমার হাত-পা বেধে ফেলে। পরে আমার মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং চিৎকার করতে নিষেধ করে। এসময় দোকান ভাংচুর করে দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

দোকান মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল বলেন, ঘটনার রাতে মাছ চাষের

পুকুরে পানি দেওয়া শেষে বাড়ি ফিরছিল গোবিন্দপুর গ্রামের সজিব। সে লিটনের হাত-পা বাধা দেখে ওই রাতে ফোন দিলে আমি দ্রুত ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করি। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, দোকান ভাঙচুরের ঘটনা আমার পর্যন্ত আসেনি। অভিযোগ দিলে তদন্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় কবরস্থান থেকে মরদেহ চুরির অভিযোগ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি কবরস্থান থেকে তিন মাস আগে দাফন করা এক নারীর মরদেহ চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়িয়া গ্রামের কবরস্থানের একটি কবর খোড়া দেখতে পান স্থানীয়রা। সেখানে পাওয়া যায়নি দাফন হওয়া নারীর মরদেহ।

কবরটি ছিল ওই এলাকার গার্মেন্টস ব্যবসায়ী রমজান আলীর মায়ের। তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে তিন মাস আগে মারা যান।

রমজান আলী জানান, সকালে মায়ের কবর খোড়া দেখে স্থানীয়রা আমাদের খবর দেয়। গিয়ে দেখি কবর খোড়া এবং ভেতরে মায়ের মরদেহ নেই।’

কবর থেকে মরদেহ চুরিঘটনাকে ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে স্থানীয় ইউপি সদস্য মুন্সি মো. মাসুদ রানা জানান, ‘এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।’

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।’

গাংনীতে স্ত্রীর টাকাসহ সহায়-সম্বল লুটে নিয়ে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ

প্রথম স্বামীর সংসার ভেঙ্গে পরোকিয়া প্রেমিকের সাথে ঘর বেঁধেছিলেন কল্পনা খাতুন (৪০)। বিয়ের ছয় মাস যেতে না যেতেই শুরু হয় নির্যাতন। নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে বাবার বাড়ির জমি বিক্রি করে স্বামী মনিরুল ইসলামকে কিনে দিয়েছেন পালসার মোটরসাইকেল। তারপরেও সুখে আসেনি কল্পনা খাতুনের। আবারো জমি বিক্রি করে কিনেছেন ট্রাক্টর। সেই ট্রাক্টর কল্পনার নামে দেওয়ার কথা থাকলেও প্রতারণার মাধ্যমে নিয়েছেন নিজের নামে। সব হারিয়ে কল্পনা এখন ঘুরছেন পথে পথে। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার রাম কৃষ্ণপুরধলা গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মনিরুল ইসলাম (৪০) একই গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের মেয়ে ও আসাদুলের স্ত্রী কল্পনা খাতুন (৪০) কে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দেড় বছর আগে বিয়ে করে। বিয়ের পর নানা প্রলোভন দেখিয়ে স্ত্রীর গচ্ছিত নগদ টাকা ও শ্বশুরের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে প্রায় ১২ লাখ টাকা স্বামী মনিরুল ইসলাম হাতিয়ে নেয়। ঐ টাকা দিয়ে ২টি ট্রাক্টর কেনেন। ট্রাক্টর দুটি স্ত্রী কল্পনার নামে দেয়ার কথা থাকলেও অবশেষে নিজের নামে করে নিয়েছে। তারপরেও কল্পনার উপর নির্যাতন বন্ধ না হওয়ায় মনিরুলকে একটি পালসার মোটরসাইকেল কিনে দেয় কল্পনা খাতুন। মোটরসাইকেল কেনার রসিদ স্ত্রী কল্পনার নামে ইস্যু করার অপরাধে মনিরুল ইসলাম তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

অসহায় কল্পনা খাতুন তার স্বামীর সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে মনিরুলের সহযোগীরা কল্পনাকে প্রাণনাশের হুমকি ধামকি দিয়ে ভয়ভীতি দেখায়। এঘটনায় কল্পনা খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর শিশু ও নারী নির্যাতন আদালতে মামলা দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গায় মেম্বারের বিরুদ্ধে টিসিবির কার্ড বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড খাসবাগুন্দা গ্রামের মেম্বার ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে টিসিবির কার্ড বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। টিসিবির কার্ডধারিদের না দিয়ে নিজ আত্মিয় ও নিজের লোকজনদের কার্ড দিয়েছেন তিনি। কার্ড চাইতে গেলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার করে বলে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়নের খাসবাগুন্দা গ্রামের বাবর আলীর মেয়ে হাজেরা, জলিলের ছেলে রকিবুল, বিশার মেয়ে সামেলা, উসমানের ছেলে রাসেল, শুকুর আলীর ছেলে মোতালেব, তবির আলীর ছেলে হাফিজুল, আজগরের ছেলে মজিবার ও একই গ্রামের লতা, শামসুল, জামাল, মোহাম্মদের ছেলে সোহাগী, রওশনের মেয়ে লিলি, ভাদু মন্ডলের ছেলে মিজানুর, রমজানের ছেলে জালাল সহ অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য ফজলুর রহমান নির্বাচিত হবার পর থেকে তার ওর্য়াডের অনেকেই টিসিবি কার্ড পাচ্ছে না, সে কারণে টিসিবির পণ্য নিতে পাচ্ছে না। নিজ নামের কার্ড চাইতে গেলে তিনি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার করে।

গতকাল শুক্রবার সকালে ইউনিয়ন পরিষদে টিসিবির পণ্য নেবার জন্য গেলে ওই মেম্বর কার্ড না দিয়ে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। তারা আরো বলেন, ইউনিয়নে মোট টিসিবি কার্ড ১ হাজার ২ শত ৫০ টা, খাসবাগুন্দা ও পোলবাগুন্দা মিলে ৮ নং ওর্য়াড, যেখানে কার্ড সংখ্যা ১ শত ৪৫ টি। এতো গুলো কার্ড যায় কোথায়? মেম্বর নিজে কার্ড রেখে লোকদিয়ে টিসিবি মাল তুলে বাড়িতে নিয়ে যায়। এছাড়া প্রকৃত কার্ডধারদের কার্ড রেখে দিয়ে নিজের লোক ও আত্মীয়দের র্কাড দেয়। এ ব্যপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সু-দৃষ্টি কামনা করেছেন ভুক্তভুগি মহল।
এব্যপারে জানাতে চাইলে ইউপি সদস্য ফজলুর রহমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি ৮২ টি কার্ড পেয়েছি, তা সঠিক ভাবে বিতরণ করেছি।

এ ব্যপারে আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন বলেন, মৌখিক ভাবে অভিযোগ পেয়েছি। ইউপি সদস্যর সাথে কথা বলব যেন

আলমডাঙ্গার দুই মহিলার জমি জোর পূর্বক দখলের অভিযোগ, ভুক্তভোগীদের মারপিট

আলমডাঙ্গা বেলগাছি পুরাতন মসজিদ পাড়ার শেফালি খাতুন ও তার বোনের জমির উপর রাস্তা নির্মাণে বাধা দেওয়া ওই পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধর করেছে মঞ্জুর গংয়। মারধরের পরদিন তাদের কিছু না জানিয়ে ৮ শতক জমি জবর দখলের অভিযোগ উঠেছে ওই গংয়ের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনার পর ওই পরিবারকে অব্যাহত ভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন তারা। প্রাণের ভয়ে বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না ভুক্তভোগী পরিবার। এ ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তারা।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি পুরাতন মসজিদ পাড়ার ইউসুফ আলী লিখিত অভিযোগে জানান, তার স্ত্রী শেফালি খাতুন ও তার জেশসেস রেক্সোনা খাতুনকে তার শ্বশুর মৃত হারুন অর রশিদ ৬ বছর আগে দুই মেয়েকে ৫১ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। দুই শতক জমি রাস্তার জন্য রাখেন। ওই জমির পাশে ইউসুফ আলীর পৈত্রিক ৫১ শতক জমি আছে।

তিনি জানান, ওই জমির সাথে আমার চাচাতো ভাই ৮ শতক জমি রয়েছে। আনেক আগে ওই ৮ শতক জমি তাকে এওয়াজ করে মাঠে দিয়ে দিই। এতদিন পর ওই জমির পার্শ্ববর্তী আমার স্ত্রী শেফালি খাতুন ও জেশসেস রেক্সোনার জমির উপর দিয়ে মঞ্জুর গং রাস্তা নির্মাণ করতে গেলে আমি নিষেধ করি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মজ্জেম আলীর নেতৃত্বে মঞ্জুর, হাবিবুর রহমান,বরকত আলীসহ ১০/১২ জন আমার উপর দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমার উপর চড়াও হয়। আমি দৌড়ে পালিয়ে গেলে আমার স্ত্রী শেফালি, জেসশেস রেকসোনা, কন্যা জিন্নাত আরা, নয়ন তারাকে বেধড়ক মারপিট করে। আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারা আমাদের অবরুদ্ধ করে ফেলে। এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করি। পরে পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করে। এর একদিন